R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

A Great News to all !
FINALLY WEB WORLD EDUCATION Introduces a six montns certificate course for beginners & also for professionals.
For Details Contact at
HAQUE PHARMACY
Raghunathganj, Garighat
Ph. (03483) 66295

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ !! মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১১ই মাঘ, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
২৬শে জানুয়ারী, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

রাজানগরের পর এবার গ্রামবাসীরা তালা দিল বাড়ালা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ একমাস ধরে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বাড়ালা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় গত ২৫ জানুয়ারী বিক্ষোভে ফেটে পড়লে গ্রামবাসী ও রোগীরা। শেষে জামুয়ার পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় তালা ঝুলে গেল ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এর আগে এই ব্লকেরই রাজানগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গ্রামবাসীরা যে তালা ঝুলিয়ে দেয় তার জের এখনও মেটেনি। দীর্ঘদিন বাদে রাজানগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রাধীন বাড়ালা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মীদের মাইনে তোলার ব্যবস্থারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বাড়ালা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামবাসীদের চিকিৎসার একমাত্র ভরসাস্থল। সেখানে দায়িত্বে আছেন ডাক্তার দেবাশীষ দাস, সিনিয়র সিস্টার জয়া চ্যাটার্জী (হাজরা), জুনিয়র সিস্টার মিনতি সিন্‌হা। এরা প্রত্যেকেই বাইরে থেকে যাতায়াত করেন। ঐ তিন স্টাফ নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে সপ্তাহে এক বা দু' দিন হাসপাতালে আসেন বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এ ছাড়া তিনজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী—চিত্রা দাস, বিনয় মন্ডল ও বিজয় জমাদারও বাইরে থেকে আসেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গন্ডগোলের (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরে পুর করের রিভিউ কমিটি গঠিত হল, মার্চেই শুনানী শুরু, ক্ষোভ জানাল এস ইউ সি আই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ জানুয়ারী জঙ্গিপুর পুরসভায় কমিশনারদের এক সভা ডেকে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য পুর কর বিষয়ক রিভিউ কমিটি গঠন করলেন। ২০ জনের মধ্যে ১৮ জন কমিশনার সভায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন। সভার ৬নং আলোচ্য সূচীর পুর হোল্ডিং ট্যাক্স রিভিউ কমিটি গঠন ও ট্যাক্স বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে এস ইউ সি আই নেত্রী ১৯নং ওয়ার্ডের কমিশনার অনুরাধা ব্যানার্জীর সঙ্গে পুরপতির বাদানুবাদ শুরু হয়। রিভিউ কমিটির চারজন সদস্য হিসাবে পুরপতি জঙ্গিপুর পারে সিপিএমের কমিশনার আনেসুর রহমান এবং রঘুনাথগঞ্জ পারে ফঃ ব্লকের কমিশনার গৌতম রুদ্রর নাম প্রস্তাব করেন। এছাড়া দুজন প্রথামতো স্বয়ং পুরপতি ও ভ্যালুয়েশন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি। সভায় বিরোধী সদস্যা অনুরাধা ব্যানার্জী ছাড়া কেউই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি বলে জানা যায়। কর নীতি নির্দ্ধারণের পদ্ধতি এবং হার সম্পর্কে সভায় আলোচনার প্রস্তাব দিলে পুরপতি তা সরাসরি নাকচ করেন বলে অনুরাধাদেবীর অভিযোগ। মৃগাঙ্কর মতে নীতি নির্দ্ধারণ হবে রিভিউ কমিটিতে। সংশ্লিষ্ট কমিশনাররা সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন, তবে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শ্রীমতী ব্যানার্জী বলেন, স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে পুরসভা ভ্যালুয়েশন বোর্ডের কর নির্দ্ধারণ মানতে বাধ্য নয়। এরপর তিনি পুরপতির কাছে (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর স্কুলের ছাত্রের সাফল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্য পর্যায়ে আন্তঃ বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ৩ এবং ৪ জানুয়ারী মেদিনীপুর ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়ে (সিনিয়ার গ্রুপ) জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র সৌম্যেন সিংহ রায় ১১.০৩ সেকেন্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এছাড়া তিনি ২০০ মিটার দৌড়েও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এবার সৌম্যেন রাজ্যের পক্ষ থেকে কেরলে অনুষ্ঠিত আন্তঃ রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা যায়।

মির্জাপুর ডি পি স্কুলে প্রশাসনিক অচলাবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আগষ্ট ৯৯-এ বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি গঠনের নির্বাচন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি ও সরকারী প্রতিনিধির নাম না পাওয়া যাওয়ায় গত ছ' মাস ধরে স্কুলে অচলাবস্থা চলছে। এদিকে ১৯৯৮ এ অনুষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিযুক্ত হিসাব (৩য় পৃষ্ঠায়)

মিঠিপুরে মিড-ডে মিল নিয়ে কারচুপি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর গ্রামের কাদিকোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩৫ জন অভিভাবক জানিয়েছেন মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালিত এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের চাল নিয়ে ব্যাপক কারচুপি চলছে। গত জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ২২ কুইন্টাল চাল পেলেও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে (৩য় পৃষ্ঠায়)

বাজার ঘুরে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই মাঘ বুধবার, ১৪০৬ সাল।

বন্দর ধর্মঘটের অবসানে

সারা ভারতে এগারটি বন্দরে কর্মীরা যে লাগাতার ধর্মঘটে সামিল হইয়াছিলেন, তাহার অবসান ঘটায় মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িয়াছে। ধর্মঘটের সময় পণ্যবাহী জাহাজসমূহ বন্দরে বা বন্দরের অদূরে নিষ্কর্মার মত দিন যাপন করিয়াছিল। কোনও কর্মব্যস্ততা সেখানে পরিলক্ষিত হয় নাই। মালপত্র উঠান বা নামান হয় নাই; বন্দরে জমিয়া থাকা মালও রেলওয়াগনে বোঝাই করা হয় নাই। জাহাজযোগে মালপত্র আমদানী ও রপ্তানীর কাজ প্রকারন্তরে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বন্দর-কর্মীরা নাকি তাঁহাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবী করিয়াছিলেন এবং সে দাবীর পূরণ হয় নাই। তাই এই ধর্মঘট। কিন্তু ধর্মঘটের ফলে যে অচলাবস্থার উদ্ভব হইতে যাইতেছিল, তাহার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর। বন্দরকর্মীরা বন্দরের কাজকর্ম বন্ধ করিয়াছেন। জাহাজগুলি অপেক্ষমাণ আমদানী-পণ্য বোঝাই হইয়া; রপ্তানীপণ্য জাহাজে তোলা হইতেছে না। দিনের পর দিন এই অবস্থা চলিতেছিল। আবার বন্দর-কর্মীদের অবস্থান-বিক্ষোভের অবসানকল্পে লাঠিচার্জ প্রয়োগ অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছিল। মাল-বোঝাই ও মাল-খালাস উভয়বিধ কাজ বন্ধ থাকার জন্য প্রতিদিন সরকারের প্রায় আটশত কোটি টাকা লোকসান হইতেছিল। তাহা ছাড়াও অপেক্ষমান জাহাজের জন্য প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইতেছিল। দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য—দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল যাহা আদৌ শুভকর নহে। শিল্পকেন্দ্রগুলিতে কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ থাকায় শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়। বহির্ভারতে রপ্তানীপণ্য না যাওয়ায় ব্যবসায়িক ধাক্কা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম গগনচুম্বী হইয়া দুর্গতির একশেষ করিত।

বিগত পাক-ভারত সংঘর্ষে (কারগিল যুদ্ধে) ভারতের অভাবনীয় অর্থব্যয় ঘটিয়াছে। দেশে অর্থকরী উৎপাদনের অধিকতর বৃদ্ধি ঘটাইয়া এই অর্থাভাব কিছুটা পূরণ করা (যদিও তাহা সামান্যই) সম্ভব হইত। কিন্তু বন্দর ধর্মঘটে একটা বাড়তি আর্থিক চাপ পড়িয়াছে।

বন্দর ধর্মঘটের মীমাংসা হইয়াছে। এখন বন্দর-কর্মীদিগকে পুরাদমে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখিবার বিরাট দায়িত্ব তাঁহাদের উপর রহিয়াছে। তাঁহাদের মনে রাখা দরকার যে, তাঁহারা দেশের অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক। আমরা আশা রাখি যে, সরকার বন্দর-কর্মীদের ন্যায্য দাবীদাওয়া সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল হইবেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রসঙ্গে

মহাশয়, গত ৫ই জানুয়ারী ২০০০, ৩২শ সংখ্যায় প্রকাশিত আপনার পত্রিকায় "রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ" শিরণামে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে আমার নাম জড়িয়ে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমি কোন দিন কোন অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দিই না। জনগণের ন্যায়সংগত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবশ্যই রেশন ডিলারের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমি মনে করি আমাকে জড়িয়ে এই জাতীয় সংবাদ পরিবেশন করে জনমানসে আমার সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জাতীয় সংবাদ পরিবেশন করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে বিষয়টি জেনে নেওয়া উচিত বলে মনে করি। বিষয়টি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করে জনগণের বিভ্রান্তি দূর করবেন, এই আশা করি।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য

১৬/১/২০০০ পুরপতি, জঙ্গিপুর পুরসভা

ফেব্রুআরী বানান প্রসঙ্গে

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার পক্ষে বিবেকানন্দ বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে একটি প্রশ্ন করছি, সেটা হল এতদিন ধরে প্রচলিত "ফেব্রুয়ারী" বানানটি কি অশুদ্ধ? যদি অশুদ্ধ না হয় তবে বানানটির শল্যচিকিৎসার কি প্রয়োজন ছিল? আমরা তথা সমাজের সাধারণ মানুষ মনে করি বানান শুদ্ধ-অশুদ্ধ নিয়ে কোন সংশয় প্রকাশ করে না। সেই বানানকে নতুন করে তৈরী করার কোন স্বার্থকতা নেই। মহান বানান শুদ্ধকারক শিক্ষক মহাশয় অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই তাঁকে জানাচ্ছি তাঁরা বানান শুদ্ধ করেছেন নিজ রচিত "কালান্তর" "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" প্রভৃতি উপন্যাসে। তাই বানান শুদ্ধকারককে জানাচ্ছি উনি যেন "বানানান্তর" নামক কোন উপন্যাস রচনা করে সেখানে বানান শুদ্ধ করেন। অথবা আপনার যদি রবীন্দ্রনাথ সমতুল্য হবার ইচ্ছে থাকে তবে ভবিষ্যতে আপনার অনুগামীরা সরব কণ্ঠে ঘোষণা করুক বিবেকানন্দিক উচ্চারণে ফেব্রুয়ারী যদি ফেব্রুআরী হয় তবে ইণ্ডিয়া হতে ইণ্ডিআ হবে না কেন? এতে কিন্তু অসুবিধেয় পড়বেন আপনার সহকর্মীরা, যাঁরা এসব বানান দেখে ছাত্রদের খাতায় under line করতে দ্বিধা করবেন না। বানান শুদ্ধকারক মহাশয়কে একটি পরামর্শ দিচ্ছি যে, ফেব্রুয়ারী বানানের থেকে আপনার নামের পদবীটি বেশি সংশয় প্রকাশ করে। তাই আপনি বাড়ির নেমপ্লেটে বিবেকানন্দ বিস্বাশ লিখে নিজেকে বানান শুদ্ধকারক হিসেবে প্রকাশ করুন। কেও কোন মন্তব্য করবে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আনন্দবাজার পত্রিকাতে শচিন তেণ্ডুলকার-এর পরিবর্তে সচিন তেণ্ডুলকার লিখেছে। আর একটা কথা রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে আমরা পড়েছি। আজ আমরা বাইরে বিভিন্ন কলেজে পড়ছি। কিন্তু সমস্ত প্রাক্তন ছাত্রই আমাদের স্কুল বলতে "রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের" কথাই বলবে। কাজেই এই বিদ্যালয় কারো জ্ঞান প্রদর্শনে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সস্তা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার হোক আমরা চাই না। বিদ্যালয়ের মানসম্মান রক্ষার দায়িত্ব কি শুধুই ছাত্রদের, শিক্ষকদের নয়?

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র।

নেতাজীর জন্মদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ২৩ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জসহ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে যথোচিত মর্যাদায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১০৪ তম জন্মদিবস পালিত হয়েছে। ঐ দিন রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে দিনটিকে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। সেখানে দলের স্থানীয় নেতারা প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। রঘুনাথগঞ্জ সোনাটিকুরী কলোনী ও বাড়ালা নেতাজী সংঘও দিনটি বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি, প্রাসঙ্গিক বক্তব্যর মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপন করে।

শ্রী মুদ্রণীর নতুন পদক্ষেপ
শ্রীবন্ধু পলি প্রিন্ট
এখানে যাবতীয় বিড়ি, চানাচুর, গুল, পাঁউরুটি মশলা প্রভৃতির পলি লেবেল ও প্যাকেট গ্রাভিয়ার মেসিনে ছাপানো হয়
পোঃ জঙ্গীপুর (মহাবীর তলা)
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন - ৬৪৬৪৭, এসটিডি - ০৩৪৮৩

বিভিন্ন দাবীতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিএমের জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির ডাকে গত ২০ জানুয়ারী মহকুমা শাসকের কাছে দশ দফা দাবীর ভিত্তিতে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রধান দাবীগুলি ছিল—জঙ্গিপুর লাইনে দুটি সুপার ফাষ্ট ট্রেন চালু করা, বন্যা ও ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া, মিঞাপুরে রেল লাইনের উপর ওভাংব্রীজ নির্মাণ, বিমা বিল প্রত্যাহার, ডিজেল-কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, রেশন কার্ড ত্বরান্বিত করা ইত্যাদি। ডেপুটেশনে এক বিশাল জমায়েতে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সম্পাদক মধু বাগ, মোজাফ্ফর হোসেন, জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, গিয়াসুদ্দিন, প্রাণবন্ধু মাল প্রমুখ।

* * *

নিজস্ব সংবাদদাতা : আরএসপির লোকাল কমিটি গত ২০ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ-১ বিডিওকে খড়খড়ি নদী সংস্কার, গদাইপুরে শ্লুইস গেট চালু করে বদ্ধ জল বার করা, কানুপুর অঞ্চলে বিদ্যুৎ চালু ইত্যাদি দাবীতে ডেপুটেশন দেয়। এর আগে রঘুনাথগঞ্জ-২ বিডিওর কাছেও আরএসপির পক্ষ থেকে এক ডেপুটেশনে রামপুরা—নতুনগঞ্জ রাস্তায় পিচ, মহকুমায় পি, এফ অফিস চালু, গিরিয়া-সেকন্দরা-মিঠিপুর এলাকার কেন্দ্রস্থলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ, রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে অবিলম্বে শিশু বিকাশ প্রকল্প চালু করা এবং সরকারী নির্দেশমতো অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের সেনসাসে কাজ দেওয়ার দাবী জানানো হয়। উভয় ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন অনিল মণ্ডল, প্রদীপ নন্দী, পশুপতি চক্রবর্তী, ধীরেশ্বর চক্রবর্তী, সামশুল হক প্রমুখ।

স্কুলে প্রশাসনিক অচলাবস্থা (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষকের হিসাব অনুসারে ১,১৮,৪৩৩ টাকা আদায় ও অতিরিক্ত ২১,৮৭১ টাকা ব্যয় সামলানোর জন্য প্রধান শিক্ষককে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার নিতে হয়। পরিচালন সমিতির বিগত কমিটির সদস্যরা এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েও কোনো সাহায্য করেননি বলে জানা যায়।

জমি বিক্রী

গোপালনগর (মিঞাপুর) ইটভাটার পাশে সদর রাস্তার কাছে প্লট করে জমি বিক্রী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
ধ্রুব মুখার্জী, ট্যাক্স কনসালটেন্ট
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০০ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে সকল প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের জানাই হার্দিক আমন্ত্রণ এবং কামনা করি সক্রিয় সহযোগিতা।

বিনীত—
স্বপনকুমার দাস
প্রধান শিক্ষক,
রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়

উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিপ্রেক্ষিতে জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্যকর্মী মৃত্যুঞ্জয় রবিদাসের মধ্যস্থতায় প্রধান সত্যবান মাঝি গ্রামবাসীদের পক্ষে এক অভিযোগপত্র (নং ৭৮/১-৪, তাং ২৫/১/২০০০) রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বি এম ও এইচ, বিডিও এবং সভাপতিকে দেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে কোন দিন অশান্তি ঘটার আশঙ্কায় তার প্রতিলিপি মহকুমা পুলিশ প্রশাসনকেও দেওয়া হয়। এতে কাজ না হলে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও ডি ওয়াই এফ আই-এর কর্মীরা মহকুমা ও জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং মহকুমা প্রশাসকের কাছে বিক্ষোভ কর্মসূচীর কথাও ঘোষণা করেছেন। অভিযোগপত্রে পঞ্চায়েত প্রধান সত্যবান মাঝি জানান, গত ২২ ডিসেম্বর থেকে বাড়ালা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ। ঐ দিন থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার দেবাশীষ দাস ছুটিতে। তিনি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্ব দিয়ে যান সিনিয়র নার্স জয়া হাজরাকে। কিন্তু জয়াও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসছেন না। এদিকে জুনিয়র নার্স মিনতি সিনহাও মেডিক্যাল লিভে। এই অবস্থায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী চিত্রা দাস ও বিজয় জমাদার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এলে গ্রামবাসীরা ঘেরাও করে তাঁদের চরম হেনস্তা করে গত ২৫ জানুয়ারী। পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্যকর্মী মৃত্যুঞ্জয় রবিদাসের মধ্যস্থতায় তাঁদেরকে ছেড়ে গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েতে এর একটা বিহিতের জন্য সমবেত হয়। এই পরিস্থিতিতে কিছু যুবক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পড়ে পঞ্চায়েত থেকেও একটি তালা দেওয়া হয়। ঐ কেন্দ্রে বাইরে থেকে আসা ডাক্তার, নার্স বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা যে প্রায়ই আসেন না নিকটবর্তী ফাঁড়ির পুলিশরাও তা স্বীকার করে। তাদের মতে সপ্তাহে কোন্ দিন কে এখানে আসে আর কখন চলে যায় সেটা কেউই জানে না।

ক্ষোভ জানালো এস ইউ সি আই (১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁর লিখিত প্রতিবাদ দেন। অনুরাধাদেবীর অভিযোগ পুরপতি ফাইলবন্দী করলেও রেজোলিউসন বুকে নোট অফ ডিসেন্ট লিখতে অস্বীকার করেন। এর প্রতিবাদে গত ২৪ জানুয়ারী এস ইউ সি আই পুরপতির কাছে ডেপুটেশন দেয়। ডেপুটেশনের দিন অনুরাধাদেবী-সহ এস ইউ সি আই সমর্থকদের সঙ্গে পুরপতি ও কমিশনার গৌতম রুদ্রর দীর্ঘক্ষণ বাকবিতণ্ডা হয়। সেদিন পুরপতিকে বেশ কিছুক্ষণ ঘেরাও করে রাখে বলে এস ইউ সি আই দাবী করে। পুরসভার বস্তি এলাকায় নতুন করে করবৃদ্ধি যাতে না হয় সে ব্যাপারে শ্রীমতী ব্যানার্জী পুরপতির কাছে আবেদন জানালে তিনি সেটা বিবেচনাধীনে রাখেন। এই প্রসঙ্গে পুরপতি বলেন, ১৭ জানুয়ারী ১৮ জন কমিশনারদের মধ্যে ১৭-১ ভোটে আমার তোলা প্রস্তাব পাস হয়। রিভিউ কমিটি গঠিত হয়েছে। আগামী মার্চ মাস থেকেই পুরনাগরিকদের শুনানীতে ডাকা শুরু হবে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন বিরোধী কমিশনার ও আইনজীবীর বক্তব্য, গত ডিসেম্বরে জেলা শাসকের দপ্তর থেকে পুরভোটের জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক সংরক্ষণের লিষ্ট তৈরী হয়েছে। ২৫ জানুয়ারী মহকুমা শাসক সমস্ত রাজনৈতিক দলকে পুরভোটের আলোচনা প্রসঙ্গে ডাকেন। এরূপ নির্বাচনী প্রক্রিয়া যেখানে পুরোদমে শুরু হয়েছে সেখানে পুরসভা কি করে ভোটের আগে কর নির্দ্ধারণের ব্যাপারে শুনানী শুরু করছেন? এতে ভোটাররা প্রভাবিত হবেন বলে বিরোধী কমিশনাররা সংাসরি অভিযোগ তোলেন।

মিড-ডে মিল নিয়ে কারচুপি (১ম পৃষ্ঠার পর)

মাত্র সাড়ে ছয় কুইন্টাল চাল বিতরণ করা হয়েছে। বাকী চালের কোনো হিসাব নেই। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলেও আসেন না। ডি পি ই পি-র টাকা নিয়েও তাঁরা ইতিপূর্বে কারচুপি করেছেন বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরসহ বিভিন্ন জায়গায় করা হয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের রাতে শহরে কালো পতাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৫ জানুয়ারী রাতে রঘুনাথগঞ্জ শহরে বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও প্রকাশ্য রাস্তার মোড়ে কালো পতাকা ঝুলতে দেখা যায়। পন্ডিত প্রেসের মোড়ে কালো পতাকা টাঙানোর সময় দুজন যুবক হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। তাদের পুলিশে দেওয়া হয়। ধৃতদের বাড়ী সোনাটিকুরী কলোনী এলাকায় এবং নকশাল দলের নির্দেশে তারা কালো পতাকা টাঙাচ্ছিল বলে পুলিশকে জানায়। পুলিশ ওদের কাছ থেকে খবর পেয়ে মহকুমা শাসক অফিস, ষ্টেট ব্যাংক, টেলিফোন অফিস, ফুলতলা ইত্যাদি এলাকা থেকে কালো পতাকা খুলে নিয়ে আসে।

বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা তৃণমূল যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে ১২ দফা দাবীর ভিত্তিতে গত ১৭ জানুয়ারী জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য দাবী-গুলোর মধ্যে ছিল জঙ্গিপুর হাসপাতালে অব্যবস্থা রোধ, রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকে বাঁধের ধারের লোকজনদের উচ্ছেদের আগে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, পদ্মা ভাঙ্গন রোধের স্থায়ী ব্যবস্থা, বিদ্যুৎহীন এলাকাগুলোয় পুনরায় বিদ্যুৎ চালু করা, কৃষ্ণশাইল বিলের জল নিষ্কাশন। ডেপুটেশনে অংশ নেন তৃণমূলের স্থানীয় চেয়ারম্যান সেখ ফুরকান, তোরাব আলি খাঁন, মঞ্জুর আলি প্রমুখ।

□ □ □

স্থানীয় টি ইউ সি সির পক্ষ হতে গত ১৭ জানুয়ারী জঙ্গিপুর পুরপতির কাছে এক ডেপুটেশনে নবনির্মিত বাসষ্ট্যান্ডে সেডসহ রিক্সা ষ্ট্যান্ড ও যাত্রীদের স্বার্থে বাথরুম-পায়খানা নির্মাণ, নতুন রিক্সা ভাড়া নির্দ্ধারণ ও কার্যকরী করা, প্যাডলারদের উপর পুলিশী নির্যাতন বন্ধ ইত্যাদি দাবী জানানো হয়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	*ধনঞ্জয় কাদিয়া*	*অচিন্ত্য মনিয়া*
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্মতিনগর বাজার সমিতির বস্ত্র ও অর্থ দান

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের সম্মতিনগর বাজার সমিতি গত ২০ জানুয়ারী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, প্রতিবন্ধীদের অটো রিক্সা প্রভৃতি দান করে। সমিতির সভাপতি রাজকুমার জৈন আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, ঐ দিন আমরা রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বন্যাদুর্গতদের মধ্যে ১৫০ পিস কম্বল, ১০ জন প্রতিবন্ধীকে অটো রিক্সা, খামড়া-ভাবকী ও চাঁদপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ পাঁচটি সরকারী-বেসরকারী বিদ্যালয়কে মোট ৫৫ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছি। এছাড়া এলাকায় বাজার সমিতি একটি এ্যামবুলেন্স কেনারও চিন্তা ভাবনা করছে বলে শ্রীজৈন জানান।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ✶ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক *ডাঃ গোপন সাহা*

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার ‘কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯